রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৩, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিদ্যালয়-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা ঃ ১২ ভাদ্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ/২৭ আগস্ট ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৮৬-আইন/২০১৩।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯১ বাতিলক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন;

(খ) "কমিটি" অর্থ প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচন কমিটি;

(গ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(ঘ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" অর্থ তফসিলে বর্ণিত কোন পদের বিপরীতে উল্লিখিত যোগ্যতা;

(চ) "পদ" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;

(ছ) "শিক্ষানবিস" অর্থ কোন পদে শিক্ষানবিস হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(জ) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বা "স্বীকৃত বোর্ড" বা "স্বীকৃত ইনস্টিটিউট" বা "স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়, বা ক্ষেত্রমত, শিক্ষাবোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাবোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঝ) "অভিজ্ঞতা" বলিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা বুঝাইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি**।—(১) তফসিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে কোন পদে নিম্নে বিধৃত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি তজ্জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে, এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাঁহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়ঃসীমার মধ্যে না হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে কোন পদে এড্‌হক ভিত্তিতে ইতিপূর্বে নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে, উক্ত পদে অব্যাহতভাবে নিযুক্ত থাকাকালীন কার্যকালের জন্য তাহার সর্বোচ্চ বয়সসীমা শিথিল করা যাইতে পারে।

(৩) এই বিধিমালার অধীন নিয়োগ কার্যক্রম উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, থানা ভিত্তিক হইবে।

৪। **সরাসরি নিয়োগ**।—(১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি—

(ক) তাঁহার নাম প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচন কমিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত তাঁহার উপজেলা/থানার নির্বাচিত প্রার্থীদের মেধা তালিকায় না থাকে;

(খ) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন;

(গ) তিনি এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(২) কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যে পর্যন্ত না—

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাস্থ্যগতভাবে উক্ত পদের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন করেন;

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৩) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য দরখাস্ত আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফি প্রদান করিয়া বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক দরখাস্ত দাখিল না করেন;

(খ) সরাকারি চাকুরী কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালে স্বীয় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**।—(১) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বাছাই/পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তির চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৬। **শিক্ষানবিসি**।—(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিসি স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিসির মেয়াদ এইরূপ সম্প্রসারণ করিতে পারেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যেই ক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসির মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাঁহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবিসির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সমাপ্ত হইবার পর, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিসির মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসির আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক, তাহা হইলে (৪) উপ-বিধির বিধান সাপেক্ষে, তাঁহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করিবেন; এবং

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিসির আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, বা তাঁহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৪) কোন শিক্ষানবিসিকে কোন নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না সরকারি আদেশবলে সময়ে সময়ে যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন এবং সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৭। **কোটা বিভাজন**।—(১) অন্য কোন বিধি বা সরকারি সিদ্ধান্তে যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন—

(ক) এই বিধিমালার অধীন সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদগুলির ৬০% মহিলা প্রার্থীদের দ্বারা, ২০% পোষ্য প্রার্থীদের দ্বারা এবং বাকী ২০% পুরুষ প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা হইবে;

(খ) উপজেলা/থানা ভিত্তিক শূন্যপদ অনুযায়ী কোন কোটায় উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে মেধাক্রম অনুযায়ী একই উপজেলা বা ক্ষেত্রমত থানার উত্তীর্ণ সাধারণ প্রার্থীদের দ্বারা তাহা পুরণ করা হইবে।

(২) উপবিধি (১) এ উল্লিখিত মহিলা, পোষ্য ও পুরুষ কোটা পূরণের ক্ষেত্রে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন বিধি বা সরকারি সিদ্ধান্তে কোন বিশেষ শ্রেণীর কোটা নির্ধারিত থাকিলে সেই কোটা সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা: এই বিধিতে "পোষ্য" অর্থ কোন পদে নিয়োজিত আছেন বা ছিলেন এমন শিক্ষকের অবিবাহিত সন্তান, যিনি উক্ত শিক্ষকের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল আছেন বা তিনি জীবিত থাকিলে বা চাকুরীতে থাকিলে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল থাকিতেন এবং উক্ত শিক্ষকের বিধবা স্ত্রী বা বিপত্নীক স্বামী বা তালাকপ্রাপ্তা কন্যা যিনি উক্ত শিক্ষকের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন বা, ক্ষেত্রমত, তিনি জীবিত থাকিলে অনুরূপভাবে নির্ভরশীল থাকিতেন।

৮। **প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচন কমিটি**।—(১) কোন পদে নিয়োগের সুপারিশ করার জন্য সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে 'কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচন কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করিবে।

(২) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন এবং উহার অন্যান্য সদস্য সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং তাহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) উক্ত কমিটি প্রত্যেক উপজেলা এবং, ক্ষেত্রমত, থানার জন্য আলাদাভাবে প্রার্থীদের মেধাতালিকা প্রণয়ন করিবে।

৯। **বিশেষ বিধান**।—কোন পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকুরীতে যোগদানের পর সর্বোচ্চ ৩(তিন) বৎসরের মধ্যে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড)/ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ডিগ্রী অর্জন করিতে হইবে। কোন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকুরীতে যোগদানের ৩(তিন) বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ডিগ্রী অর্জনে ব্যর্থ হইলে তাহার চাকুরী স্থায়ী করা হইবে না।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯১ এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার আওতায় যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হইয়াছে তাহা এই বিধিমালার অধীন সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিধিমালা জারীর তারিখে অনিস্পন্ন কার্যাদি, যতদুর সম্ভব এই বিধিমালার অধীনে নিস্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
(১)	প্রধান শিক্ষক	২৫-৩৫ বৎসর	৬৫% পদ সহকারী শিক্ষকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৩৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সহকারী শিক্ষকের ক্ষেত্রে উক্ত পদে ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা: তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সহকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড)/ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণী/সমমানের জিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী।
(২)	সহকারী শিক্ষক	১৮-৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/ শ্রেণী/সমমানের জিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী। **মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে :** উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/সমমানের জিপিএসহ উত্তীর্ণ অথবা স্নাতক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd